OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 497 - 505
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতা : নারীকণ্ঠে বিবর্তনের ধারাপথ

সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID: supriyoganguly26@gmail.com
0009-0004-4995-155X

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
নিঃসঙ্গতা, নারীকণ্ঠ, পিতৃতন্ত্র, আত্মমুক্তি, একাকীত্ব, যৌনতা, আত্মঅন্বেষণ, বৈষম্য, ছদ্ম নারীবাদ, জীবনসত্য।

Abstract

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতায় আধুনিক নারীকণ্ঠ সামগ্রিক বাংলা কবিতাকে প্রভাবিত করে বিবিধ দিক থেকে। শুরু থেকেই 'নিঃসঙ্গতা' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠলেও, যা নারী ও পুরুষ উভয়ের কবিতায় প্রতিফলিত হলেও নারীকণ্ঠে তা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। উনিশ শতকে নারীর সামাজিক অবস্থান ছিল গৃহকেন্দ্রিক ও সীমাবদ্ধ; ফলে তাঁদের কবিতায় নিঃসঙ্গতা প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে বিধবা জীবনের বেদনা, স্বামী-বঞ্চনা, কিংবা গৃহস্থ জীবনের একঘেয়েমি ও আত্মমুক্তির অভাবের মধ্য দিয়ে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে নারী যখন ঘরের বাইরে এসে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন, তখন তাঁদের অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তৃত হয় এবং নিঃসঙ্গতার ধারণাতেও পরিবর্তন আসে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানের দ্রুত পরিবর্তন নিঃসঙ্গতার রূপ ও প্রকাশকে আরও জটিল ও বহুমুখী করে তোলে। রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতায় নিঃসঙ্গতা প্রেমহীনতার যন্ত্রণা ও আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষা হিসেবে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে কবিতা সিংহ নিঃসঙ্গতাকে আত্মঅন্বেষণের শক্তি হিসেবে দেখান, যেখানে নারী 'একেলা গাছ'-এর মতো নিজস্ব সত্তার সঙ্গে লড়াই করে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। কৃষ্ণা বসুর কবিতায় এই নিঃসঙ্গতা আরও গভীর, যেখানে প্রাচুর্যের মধ্যেও অতৃপ্তির অনুভূতি বিরাজ করে। মল্লিকা সেনগুপ্ত একাকীত্বকে প্রতিবাদী চেতনায় রূপান্তরিত করে দেখান, যেখানে নারী নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আধুনিক নারীকবিতায় নিঃসঙ্গতা কেবল ব্যক্তিগত অনুভূতি নয়, বরং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও আত্মমুক্তির ভাষা হয়ে ওঠে। বিবাহপ্রথা, পণ, গৃহস্থ শ্রমের অবমূল্যায়ন প্রভৃতি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে কবিরা সোচ্চার হয়েছেন এবং 'ছদ্ম নারীবাদ'-এর বিরুদ্ধেও সমালোচনা করেছেন। একইসঙ্গে নারীকণ্ঠে শরীর, কামনা ও যৌনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষ করা যায়, যা পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় নতুন সংযোজন এবং নারীর স্বায়ত্তশাসনের প্রতীক। পরবর্তী সময়ে নারীকবিতায় আত্মসমীক্ষা,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আধ্যাত্মিকতা এবং জীবনসত্যের অনুসন্ধান বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। গীতা চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবির রচনায় অন্তর্জাগতিক উপলব্ধি ও দার্শনিক গভীরতা প্রকাশিত হয়েছে। সমকালীন কবিতায় আবার দেখা যায় এক নতুন পথের সন্ধান, যেখানে নারীর মুক্তি, প্রতিবাদ এবং নতুন সমাজ নির্মাণের প্রত্যয় সুস্পষ্ট।

সার্বিকভাবে, বাংলা কবিতায় নারীকণ্ঠ নিঃসঙ্গতাকে নতুন অর্থ ও ব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত করেছে। এটি ব্যক্তিগত বেদনার সীমা অতিক্রম করে সামাজিক বাস্তবতা, আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষার এক শক্তিশালী সাহিত্যিক অভিব্যক্তি হয়ে।

Discussion

বাংলা কবিতায় উল্লেখযোগ্য এক উপাদান নিঃসঙ্গতা। পুরুষকলমে হোক বা নারীকলমে, কবিতায় নিঃসঙ্গতা একটা বড় জায়গা করে নেয়। তবে উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে নারী ও পুরুষের অবস্থানগত বিভাজন ছিল বেশি, বিশেষত জীবিকার কারণে। যদিও সেই বিভাজন আজও বিদ্যমান। তবে ধীরে ধীরে সেই বিভাজন কমে আসতে থাকে। কিন্তু উনিশ শতকের নারী ছিল গৃহস্থ সংসারে বন্দি। বিশ শতকের প্রথমার্ধে নারী ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে, বৈপ্লবিক আন্দোলনে পুরুষের সহচরী হয়ে ওঠে। বাইরের জগতের আলোয় উদ্ভাসিত হয় নারী। ফলে, সামাজিক অবস্থান পাল্টাতে থাকে। আর বিশ শতকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী সময়ে নারী আর্থ-সামাজিক অবস্থানের দ্রুততর পরিবর্তন বদলে দেয় নিঃসঙ্গতার ধরণ। ফলত, বাংলা কবিতায় নারীর নিঃসঙ্গতার চিত্রের রদবদল ঘটে। পূর্বে বিধবা নারীর একাকীত্ব, স্বামী বঞ্চিতার একাকীত্ব কিংবা গৃহস্থ সংসারের চাপে ক্রমাগত একা হয়ে যাওয়া অথবা আত্মমুক্তি না ঘটা নারীর নিঃসঙ্গতা বেশি প্রকাশ পেত। তার বদল ঘটে। প্রসঙ্গত বলা যায়, আধুনিক নারীকণ্ঠে—

> "নারী অভিজ্ঞতায় বারবার ফিরে আসে অপর যে বিষয়টি, তা হলো 'নিঃসঙ্গতা'। আলব্যের কাম্যু একবার বলেছিলেন আধুনিক মানুষের জীবনে সমকাল যে নিষ্ঠুরতম বোঝাটি চাপিয়ে দিয়েছে, তা হল নিঃসঙ্গতা নারীদের কবিতায় এই নিঃসঙ্গতা যেন আরও তীব্র ও রূঢ়ভাবে প্রকাশ পায়। নিঃসঙ্গতা আবার বিভিন্নরকম। কখনও নারী নিঃসঙ্গ হয়েও আশাবাদী, তার ভিতরে রয়েছে প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষা। কখনও বা এইটুকু বারুদও ফুরিয়ে গিয়েছে, তখন সে ক্লান্ত, ধ্বস্ত, ধারাবাহিক একঘেঁয়েমিতে বিরক্ত, বিষন্ন।"[১]

লক্ষ্য করার বিষয়, কবিতা সিংহের কিছু সময় পূর্বেই কবি রাজলক্ষ্মী দেবী লিখছেন—

"এ-বয়সে ভালোবাসা পেতে সাধ যায়। আশকারা
সামান্য আহ্লাদ, সব খুঁটিনাটি সুখ, সুখ ছাড়া
...
সারারাত একা ঘরে জ্বরের পালায়
ওইটুকু ভালোবাসা কাঁথামুড়ি দিতে সাধ যায়।"[২]

'রক্ত অলক্তক' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এই কবিতার নাম 'এ-বয়সে ভালোবাসা'। কবিতায় যে নিঃসঙ্গতা, না পাওয়ার আর্তি তা প্রত্যাশিত ভালোবাসার অপ্রাপ্তিজনিত। ভালোবাসা না পেয়ে মেয়েটির হতাশা এবং নৈরাশ্যবোধ কবিতায় ধরা পড়ে। কথক চান আশ্রয়, যে আশ্রয় তাঁকে বেঁধে রাখবে ভালোবাসার চাদরে। কিন্তু তা পাচ্ছেন না মেয়েটি। যে ভালোবাসা মেয়েটির কাছে প্রাণের মলম তা পাচ্ছেন না তিনি। যা তাঁকে শূন্যতার গহ্বর থেকে টেনে বের করে আনবে তা খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। তাই একাকীত্ব, যার প্রকাশ কবি রাজলক্ষ্মী করলেন তাঁর কবিতায়। আর কবিতা সিংহ লিখলেন একলা নারীর সেই স্পর্দ্ধার কথা—

"অরণ্যে একেলা গাছ মৃত্যুর দিগন্তে যায় বংশহীন একা
অরণ্যে একেলা গাছ আজীবন গাছেদেরও পূর্ণ অচেনা।"[৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কবিতা সিংহ কবিতায় নারীকেই দেখালেন 'একেলা গাছ' রূপে। যে নারী জানে লড়াই তাঁর একার, সম্পূর্ণ একারই— সেই নারীকেই আঁকলেন কবি। একাকীত্ব এখানে নারীর কাছে সীমাবদ্ধতা নয়। কবিতা সিংহের নারী একলা হয়ে পৌঁছে যান প্রকৃত-উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে। বোঝেন নারীর প্রকৃত লড়াই আসলে বাইরের জগতের সাথে নয়, বরং নিজেরই ভিতরে, নিজের সাথে নিজের। নারীর নিজেরই ভেতরে যে পিতৃতন্ত্র লালিত অবদমনের ছাপ ছড়িয়ে রয়েছে, যা নারীর অচেনা, লড়াই সেই অন্তঃসত্তার সাথেই। আর এই লড়াই নারীকে একলাই লড়তে হয়। কবিতা সিংহ এভাবেই একলা নারীকে আঁকেন যেখানে নারী একলা হয়েও লড়াকু, একাকীত্বের চাদরে নিজেকে মুড়িয়ে রেখেও ভেতরে ভেতরে স্পর্দ্ধার বারুদকে জিইয়ে রাখে। পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণা বসু লিখলেন—

"আজীবন তৃষ্ণাকাতর এত জল চারিপাশে, এতই প্রবাহ, তবু জলের জন্য সমূহ সন্তাপ
জেগে থাকে। এত জল, তবু তৃষ্ণা অফুরান, কীভাবে মেটাব এই
ঘন গূঢ় গাঢ় তৃষ্ণাগুলি!
হাহা তৃষ্ণা বুকে নিয়ে ঘুরি, ফিরি, ঘুমোতেও
যাই, ঘুমের ভিতর দিকে জেগে ওঠে উপোসী হৃদয়; তৃষিত
হৃদয়খানি জেগে ওঠে সব হাহা নিয়ে। জলের নিকট প্রদেশে বাস
করি, তবু তৃষ্ণা কিছুতেই মেটে না আমার।"[৪]

'আজীবন তৃষ্ণাকাতর' নামক এই কবিতায় কৃষ্ণা বসু একাকী নারীর অন্ধকারময় চিত্রনাট্যকে আমাদের সামনে হাজির করায়। যে নারী তৃষিত হৃদয়ের সে জানে এই জীবন তৃষ্ণা আজীবনের, পিপাসা আজন্মলালিত। কিন্তু উপোষী নারীর হাহাকারকে ফুটিয়ে তোলেন না কবি। বরং ফুটিয়ে তুললেন সেই অতৃপ্তিকে, যা প্রত্যাখ্যান করতে পারে নারীর তৃপ্তির রসদগুলিকেও। প্রত্যাখ্যান করতে পারে প্রত্যাশিত নারীর বেদনাকে। আর কী লিখলেন মল্লিকা সেনগুপ্ত— "নিঃসঙ্গতাকে কিছুটা অন্যভাবে দেখতে চেয়েছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। ঘরবন্দী নারীর জীবনে পুরুষেরা ব্যস্ত কর্মজীবনে চলে যায়। সেখানে অনেক বৈচিত্র্য, অনেক বিনোদন। কিন্তু নারীর জীবনে কী থাকে? মল্লিকা এমন এক নারীর কথা ভেবেছেন, যে একাকীত্বের জন্য বিষণ্ণও হয় না, কারও জন্য অপেক্ষাও করে না। সে শুধু একাকীত্ব কাটানোর বিভিন্ন উপায় খুঁজে বের করতে চায়। তারপর যে পুরুষ তার এই একাকীত্বের জন্য দায়ী, রাতে ফিরে এলে তাকে শাস্তি দিতে চায়। তাকে বুঝিয়ে দিতে চায় সেও একজন মানুষ—

সারাটা দুপুর একা সন্ধ্যে একা ভাবি বয়ে যাব
ভাবি নষ্ট মেয়েদের মতো ইশারা ছড়িয়ে দেব জানলায়
রাত্রি দশটায় বাড়ি আসবে যে মানুষটা রাজ্যজয় করে
ভাবি তাকে শাস্তি দেব ফচকেমি করে
কাচের সম্ভ্রান্ত ঘরে ঢিল ছুঁড়ে মেরে
সাজানো জীবনটাকে এলোমেলো করে ওকে বুঝিয়ে ছাড়ব
দেখো, আমিও মানুষ।"[৫]

নারীকণ্ঠে এভাবেই ভিন্ন আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে একাকীত্বের কথা। এই বৈচিত্র্য বাংলা কবিতায় নতুন সংযোজন। নারীর কলমের ভিন্ন আঙ্গিকের এই নতুন উপাদানের সংযুক্তিকরণ বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। কবিতা সিংহের হাত ধরে সৃষ্টি হওয়া নারীকণ্ঠের যে আধুনিকতা তা সামগ্রিক বাংলা কবিতায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে সামগ্রিক বাংলা কবিতার জগতে।

কৃষ্ণা বসু ও তাঁর পরবর্তী সময়ের নারীর কবিতা যে সমস্ত বিষয়গুলিকে সামনে আনে সেগুলি নিয়ে পূর্বে চর্চা হয়নি। বিশেষত, নারীর আত্মিক মুক্তির পথকে খুঁজতে চেয়েছিলেন কবিতা সিংহরা। এরপর নারীর সামগ্রিক মুক্তিলাভের পথগুলিকে কবিতায় তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে। নারীর কলম সোচ্চার হয়েছে নারীর চলা-ফেরা, জীবন-যাপনেও যে অবরোধগুলি বর্তমান তার বিরুদ্ধে; যা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত। যেমন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "হিন্দু সমাজে বিবাহের যে সব রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় তার মধ্যে এক সাংঘাতিক মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ঝোঁক রয়েছে। বিবাহের মন্ত্র, কন্যা সম্প্রদানের মতো প্রথা, শাঁখা-সিঁদুর-লোহা-পলার ভ্রান্ত বাঁধনচিহ্ন সবটাই আধুনিক মন ও মননের পক্ষে চরম আপত্তিকর। কিন্তু খুব চরম আধুনিকমনস্কা নারীরা, হয়তো যাঁরা কর্মস্থলে গেঞ্জি-জিনস-স্নিকার পরে যান, প্রয়োজনে ধূমপান বা মদ্যপান করেন, দেখা যায় তাঁরাও এই বিবাহরীতি নির্বিবাদে মেনে নিচ্ছেন। একইভাবে আসবে পণ-প্রথা, যৌতুক আদানপ্রদানের মতো আদিম রীতি, যা এখনও টিকে আছে শুধু পাত্রপক্ষ দাবি করেন বলে নয়, কন্যাপক্ষ সেই দাবি মেনে নেন বলে।"[৬]

এই প্রচলিত ধারাকে বারবার ভাঙতে চান আধুনিক নারীকণ্ঠ। কৃষ্ণা বসু বলেন—

"দেয়ালের থেকে নামিয়ে এনেছি
পায়ের তলায় তুমুল রেখেছি,
গুঁড়িয়ে দিয়েছি টুকরো করেছি নষ্ট করেছি ভেঙে,
কাঁচের বাক্সে সেলাই শিল্প সদুপদেশের বাণী:
'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'।
শুধু রমণীর গুণ হলে চলে?
আর কিছু গুণ লাগে না কোথাও?
সে যদি কেবল মদ্যপ আর
প্রলিপ্ত হয় অন্য অন্য অনেক নারীতে,
শুধুই সে যদি প্রভুতার ঝোঁকে রমণীদমন করে।"[৭]
('সংসার সুখের হয়...')

সংসারের সুখ আসে রমণীর গুণে। এই প্রচলিত মিথ কথনের মধ্যে যেটা লুকিয়ে আছে সেটা হল নারীর কাজ গৃহস্থের সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ, কবি সেটাই ভাঙতে চেয়েছেন বারবার। পণ-প্রথা হোক কিংবা গৃহশ্রম, নারীর অবদমনের শিকার হওয়া সকলক্ষেত্রে নারীর প্রতিবাদ, প্রতিরোধ কিংবা বিরুদ্ধাচারণের প্রয়োজন। যা বারবার করে পরবর্তী সময়ে নারী-কলম লিখতে চেয়েছে। প্রসঙ্গত, কৃষ্ণা বসু বা কবি মল্লিকার কবিতা প্রসঙ্গে বলা যায়—

> "কৃষ্ণা বসু ও মল্লিকা সেনগুপ্ত মূলত নারীবাদী কবি-এমন কথা অনেকেই বলেন। তবে এই ভাবনাটি আংশিক সত্য বলে মনে হয়। কারণ কোনো বিশেষ অভিধায় কোনো কবি-সাহিত্যিককে যখন চিহ্নিত করা হয় তখন তাঁর বা তাঁদের কাব্য-বৈশিষ্ট্যের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। একথা ঠিকই যে, এই দুই কবি নারী হিসাবে নারীর সমস্যা যন্ত্রণাকে বুঝেছেন, নিজেদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সঙ্গে তাকে মিলিয়েছেন, তাই তাঁদের কবিতায় সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে নারীর অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু পুরুষ-নারীর সম্মিলিত শক্তির কথা, তাদের পরস্পরের সহজ সুন্দর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথাও তাঁদের কবিতায় অনুচ্চারিত থাকেনি। এই দুই কবির কবিতায় সমকালের কথা প্রসঙ্গে অতীত-সমাজ এবং ভবিষ্যতের কিছু দিকচিহ্নও আঁকা হয়ে গেছে। এঁরা দুজনেই বাইরের অগ্রসরমান সমাজ-সভ্যতার অন্তরালে সমাজের অভ্যন্তরস্থ সমস্যার কেন্দ্রটিকে চিনেছেন এবং তা থেকে নারীর উত্তরণ বা তার সম্ভাবনার কথা বলেছেন।"[৮]

এর পাশাপাশি তাঁদের কলম বিরুদ্ধাচরণ করেছে 'মেকি-ফেমিনিজম'-এর বিপক্ষে। বিরুদ্ধাচরণ করেছে 'Pseudo Feminism' বা 'ছদ্ম নারীবাদ'-এর বিপক্ষে। প্রসঙ্গত সমালোচকের মতে—

> "বহু ববচুল, বগলকাটা আধুনিকাকে দেখেছি চুলের ফাঁকে একচিলতে হলেও সিঁদুরচিহ্ন ধারণ করেন। কেন এমন হবে? আমি মেয়েদের গেঞ্জি-জিনস পরার বা চুলছাঁটার বিরুদ্ধে নই, আমার ধারণা, একজন নারী তাঁর রুচিগত স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী যা খুশি পরতে পারেন, যেখানে খুশি যেতে পারেন, মদ্যপান বা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> ধূমপান করতেই পারেন- কিন্তু এসব যেন তাঁর মন ও মননের আধুনিকতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়, নইলে যে সব হিসেব গোলমাল হয়ে যায়। আমার ধারণা সেইরকম একটা গোলমাল ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। যদি না ঘটত, তাহলে সালোয়ার-কামিজ পরে আসা এক শিক্ষিকার সহকর্মীরা তাঁকে শারীরিকভাবে আঘাত করেন কেন? কেন প্রধানাশিক্ষিকা তাঁর বেতন বন্ধের নির্দেশ দেন? এটাকেই আমি বলতে চাইছি জটিলতার প্রতীক। কারণ, নারীবাদী আধুনিকতার একেকটা মাত্রা নারীদের শিক্ষিত অগ্রগণ্য অংশের মধ্যেই সেভাবে গৃহীত নয়। এই প্রতিক্রিয়ার অসাম্য থেকেই আজকে শিক্ষিত মেয়েরাও ঘটনাচক্রে যৌন-নির্যাতনের শিকার হলে হয় তাকে পরিত্যাগ করা হয়, নতুবা শোরগোল না তুলে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্যতাড়িত কোনো অবিবাহিতা গর্ভবতী হয়ে পড়লে খুব সহজে কি মেয়েরা তার পাশে দাঁড়ায়? কেন স্বামীহারা এক নারীকে সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রাত্য করে রাখা হলে মেয়েরা এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করে না? কেন ঋতুমতী নারীকে অশুচি চিহ্নিতকরণের বিরুদ্ধে, নারীকে পূজামন্ত্র পাঠ করতে দেওয়ার দাবিতে সোচ্চার হয় না শিক্ষিতসচেতন নারীরা-সে কি এই সামাজিক সংস্কারের অচলায়তনকে টিকিয়ে রাখারই স্বার্থে নয়? কেন সমস্ত ধরনের বিজ্ঞাপনে পরিকল্পিতভাবে অবাধ নারীশরীর দেখানো নিয়ে একদিন বাংলা বন্ধ ডাকা হয় না!”[৯]

নারীর কলম সোচ্চার হয়ে মূলত এই বিষয়গুলিকেও সামনে এনেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে কাবেরী রায়চৌধুরী লিখছেন—

“তুমি ওদের বাধ্য নও
তুমি বাধ্য অনুগত নও
জেনে যাওয়ার পর
যে-লোকটি বিপ্লবের আর
মেয়েদের স্বাধীনতার পদ্য লেখে
শকুনের মতো চোখে খোঁজে খুঁটে খুঁটে
তুলে নিয়ে আসে তোমাদের দুঃখ দারিদ্র্য বঞ্চনা
যৌন যন্ত্রণার কথা
সেই প্রথম অস্ত্র ধরবে
দাঁতে শানাবে অস্ত্র
ঝিকমিক করে উঠবে তার ধার
তোমার কণ্ঠনালি কেটে নেওয়ার
উদ্যোগ শুরু হয়ে যাবে, জেনো।”[১০]
(স্পর্ধিতা)

আধুনিক সময়ে এসেও নারীকে এভাবে সচেতন করতে প্রয়াসী কবি। এই সচেতনতা ‘মেকি-ফেমিনিজম’এর বিরুদ্ধে। সেটা পুরুষ হোক বা নারী উভয়ের দ্বারাই চালিত, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন কবিরা। কবিরা বোঝাতে সমর্থ্য হয়েছেন ‘নারীবাদ’ কোনো বিদ্রুপ নয়, বরং একটা দৃষ্টিভঙ্গি; যা প্রচলিতকে ভেঙে এক নতুন বিশ্বের সন্ধান দেয়।

বাংলা কবিতায় নারীর কলম বারবার বাধা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে, সে হোক অর্থনৈতিক বাধা, হোক সামাজিক সমস্যার বাধা। পাল্টেছে বাধা-বিঘ্নের পর্যায়। বাধামুক্তির নিরিখে নারীর কলমের যে বয়ান তা বরাবর নতুন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে বারংবার। কবিতা সিংহের কবিতা নারীর আত্মমুক্তির পথকে প্রশস্থ করেন। জীবন-বিজড়িত এই মুক্তির পথকে প্রাসঙ্গিক করে তুললেন কবি গীতা চট্টোপাধ্যায়। চূড়ান্ত সংবেদনশীলতা এবং প্রজ্ঞাদীপ্ত মনীষা থাকলে জানালার কড়ি-বরগার ফাঁক দিয়েও বিশ্ব ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই পর্যবেক্ষণ করবার ক্ষমতা ও তার সু-প্রয়োগ গভীর স্থিতি এবং ধ্যানমগ্নতার মধ্যে দিয়ে আসে। গীতা চট্টোপাধ্যায়ের স্থিতি ছিল, কবিতাতেই ছিল তাঁর আবাস। ধ্যানমগ্ন চৈতন্য নিয়ে কবিতার কাছে প্রবল আত্মসমর্পণও ছিল। ছিল আত্মসমীক্ষণ, ছিল আত্মপর্যালোচনা, ছিল দর্পণের সম্মুখে নিজের ‘নগ্ন’

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আমিত্বকে প্রকাশের নির্ভীকতা। কবিতাই সেই দর্পণ, যেখানে তাঁর স্বধর্মের প্রতিবিম্ব সবথেকে বেশি স্পষ্ট হয়েছে। শিল্পের জয় তো এখানেই। প্রসঙ্গত, 'গীতা চট্টোপাধ্যায়ের ছাদ' কবিতায় আমরা দেখি—

"সহজিয়া সুখগুলি দুঃখের ভাস্কর্যে বাঁচে বেলকাঁটা লোকায়তনিক
ফণিমনসা স্থাপত্যের বিরল ঐতিহ্য নিয়ে শব্দেরা মূলত অভিজাত।"[১১]

কবিতায় 'ফণিমনসা' গাছ যেন যৌবন-মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে এক ভিন্নমাত্রিক জীবন-সংগ্রামকে দেখিয়ে দেয়। ফণি মনসার তৃষিত জীবন, ফুল-পাতাহীন কণ্টকাকীর্ণ যৌবনের পড়ন্ত পদধ্বনি রিনি-রিনি শব্দের ঝংকারে ধ্বনিত হয়ে ওঠে গীতার কবিতায়। এ যেন কবির নিজেরই প্রতিবিম্ব, এ যেন কবিতার দর্পণে ভিন্ন আঙ্গিকে নিজেকে ফুটিয়ে তোলার বিরল ঐতিহ্য; কবিতায় তা কবির নিজের যাপনকেন্দ্রিক আবাসভূমের 'ছাদ' হয়ে ওঠে। তাই কবিতার নামও 'গীতা চট্টোপাধ্যায়ের ছাদ।' যে ছাদে দাঁড়িয়ে 'উপলব্ধি করা যায় প্রথাবন্দী অন্ধকার'-কে। এখানেই কবির নিজের থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের আত্মসমীক্ষণের স্তরকে শব্দের মুদ্রায় দৃশ্যায়িত করাচ্ছেন। আর এই দৃশ্যায়ণের মধ্যেই তাঁর জয়। তবুও কবিতার জন্য যাঁরা জীবনের পার্থিব সুখকে পরিত্যাগ করে, কবিতাই যাঁদের ধ্যান এবং জ্ঞান তাঁদের কবিতা যে আত্মমননের সাথে একাত্ম হবে সেটাই স্বাভাবিক। গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা এভাবেই নিজের ভেতরের অবদমন থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে বারবার। কবিতার মধ্যে দিয়েই কবির আত্মমুক্তির সার্থক যাত্রা।

পরবর্তী সময়ে সেই ধারা ভিন্ন আঙ্গিকে ধরা পড়ছে নারীর কলমে। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে 'ফুর্তি ও বিষাদ' কাব্যগ্রন্থ লিখছেন সেবন্তী ঘোষ। গ্রন্থের 'খেলা' নামের কবিতায় কবি লিখছেন—

"কেন বলছ কেন বলছ রাত এত ছোটো?
গিলে নিতে পারি যেন শেষটুকু সুতো
...
মটকা মেরেছি আর শুষে নিচ্ছি আলো
পশম উষ্ণ বুক মনটি কাড়ল।"[১২]

কবি দেখাচ্ছেন নারীর আগ্রাসী মনোভাবকে। যে আগ্রাসন গিলতে পারে অন্ধকারকে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর এই অভিনয়মঞ্চে নারী শিখে নিয়েছে নিজেকে কীভাবে 'মটকা' মেরে ফেলে রাখতে হয়। কীভাবে তথাকথিত আলোর ঝলককে নিভিয়ে দিতে হয়। বন্ধন থেকে মুক্তি চাওয়া আর নয়, বরং আবদ্ধতার ফাঁদকে কাটতে চেয়েছে আধুনিক নারী। তাই কবি বলেন— "যতটুকু উঁকি মারে চাঁদ/ ততটাই গিলে নেওয়া ফাঁদ (সতী/ কলোনি আমার)।"[১৩] ফাঁদকাটার কৌশল আধুনিক কবিরা রপ্ত করলেন, দেখালেন কবিতায়। কবিরা বন্ধনমুক্তির জন্য কবিতায় আনলেন প্রত্যাখ্যানের বয়ান। কবি শ্বেতা চক্রবর্তী লিখলেন— "শরীরে আসেনি যে, / সে কখনও প্রেমিক হয় না...(অপ্রেম/ রাত্রি তখন কথকতা, ২০০৫)।"[১৪] এই প্রত্যাখ্যানই নারীকণ্ঠের স্বতন্ত্র নির্মাণ, যেখানে নারী পুরুষকে শরীরে পেতে চায়; নাহলে পুরুষকে প্রেমিকের আসনে বসায় না। এই উচ্চারণ নারীকলমের বন্ধনমুক্তি ঘটায়। অভিনবভাবে পাল্টে দেয় কান্নার প্রতিধ্বনিকে, যা পূর্বে উচ্চারিত হত মুখ বুজে চুপিসারে ঘোমটার আড়ালে।

নারীর কলমে কামনার কথা খুব কম পাওয়া যায় কবিতা সিংহের পূর্ববর্তী সময়ে। নারীর কামনার কথা দেবারতি প্রকাশ করলেন। ফলত, যৌনতার তীব্র আর্তির প্রকাশ পরবর্তী সময়ের নারীর কলমে আরও বেশি মাত্রায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কবি পাপড়ি গঙ্গোপাধ্যায় ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন 'জাদুদেবতার জন্য' কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থের 'নামকবিতা'য় আমরা দেখি নারী বলছেন— "মৎসগন্ধা থেকে আমি পদ্মযোনি হই/ তোমার প্রবেশ চাই উন্মাদের মতো"[১৫] 'শিবরাত্রি' কবিতায় কবি বলছেন— "প্রকাশ্য চুম্বন চাই, লোক বলুক না— উমা নয়, কেপ্ট'।"[১৬] এই উচ্চারণ নারীর কলমের নতুন সংযোজন। নারীর কলমে 'প্রকাশ্য চুম্বন চাওয়া' হোক কিংবা নারী পুরুষের লিঙ্গের যৌন সঙ্গমের বাসনা— এই প্রকাশেই বন্ধনমুক্তি সাধিত হয়েছে। আর এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন দেবারতি মিত্ররা। যারা দেখানো শুরু করেছিলেন 'পুরুষের স্নানদৃশ্য'। তারই প্রভাব পরবর্তী নারীর কলমে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সামগ্রিক বাংলা কবিতার ধারাবিবর্তনে নারীর কবিতার প্রভাব যে বৃহদাংশেই তা বোঝা যায় যখন দেখা যায় নারীর কলম কবিতা লিখছেন কোনো এক ধ্যানমগ্নতা থেকে। 'স্থিতধী মন' তখনই 'দূরদর্শী' হয়ে ওঠে যখন কবি বোধিচিত্তে অপার জীবনসত্যের ধন-সম্পদ গচ্ছিত করে। 'বাউল কবি'রা যে জীবনসত্যে উপনীত হন গুরুদীক্ষিত মন্ত্রে, আধুনিক সময়ে স্বয়ং কবিও যেন কোনো এক চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছাতে বদ্ধপরিকর হচ্ছেন বারংবার। 'চূড়ান্ত জীবনসত্যের উপলব্ধি' বাংলা কবিতায় নারীকণ্ঠের নতুন সংযোজন, যেখানে কবি প্রাজ্ঞতার বলে শুধু নয়, কোনো এক অসীম জীবনসত্যে বারবার উপনীত হতে চাইছেন; কবিতায় দেখাচ্ছেন এমন কিছু যা তাঁকে 'সত্যদ্রষ্টা' করে তোলে। পূর্বে, নারীর কলমে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পাশাপাশি নারীর আক্ষরিক ভবিষ্যত-ভবিতব্য নিয়ে কাটা ছেঁড়া হয়েছে বারংবার, কিন্তু নারীকবি কি পেরেছেন সাধনার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে বাউণ্ডুলে হয়ে জীবনের নিগূঢ় রহস্যকে উন্মোচন করতে? পারলেন পরবর্তী সময়ে। কবি সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন—

"প্রতিটি মিলনই যৌনমার
যদি না তোমার দেহখানি
উপচার হয়ে ঝুঁকে পড়ে কাছে।

নইলে প্রতিটি মিলনেই ঝটিতি
খুলে যায় তৃতীয় নয়ন—
আর দৃষ্টি ছিটকে বেরিয়ে
অনন্তশূন্যে মিলিয়ে যায়,
আর যেতে যেতে আমাকেও ডাকে।"[১৭]

কবিতার নাম 'মার'। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'অনেক অবগাহন' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এই কবিতাটি। কবিতায় কবি সেই মার্গের কথা বলেছেন যে মার্গ নারীকে 'পণ্য' হয়ে ওঠার হাত থেকে বাঁচায়। জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার 'মিলন' বাউলতত্ত্বের সারকথা। শরীর সেখানে মন্দির, মন সেখানে দেবতা। মনের মানুষের সান্নিধ্যেই অর্থাৎ মনের সান্নিধ্যেই মানুষের চিরকালীন ভজনা। দেহ সেখানে নিমিত্তমাত্র। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক আবহে 'দেহ' হয়ে ওঠে 'উপাচার সামগ্রী', 'মন' সেখানে নিঃস্ব ও রিক্ত। আর তখনই তা হয়ে ওঠে 'মার'-এর পরিপূরক। কামনাহীন দেহ যেমন সম্ভোগ-মিলনের পথকে প্রশস্থ করে, ঠিক তেমনই 'মন'হীন উপাচার অতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা হয়ে ওঠে। আর কবি এই উপলব্ধিতে পৌঁছন 'তৃতীয় নয়ন'এর সন্নিবেশে। যা মনশ্চক্ষু বা অন্তরের চোখের পরিপূরক। বাউলকবিরা এই তৃতীয় নয়নজাত উপলব্ধিকে বারংবার পূর্ণতা দিতে চেয়েছেন, যা বাউলতত্ত্বে৷

আজ্ঞাচক্র' নামে পরিচিত। এটি দুটি প্রধান নাড়ি যথা 'ইড়া' ও 'পিঙ্গলা'র সংযোগস্থল, যা 'জ্ঞান' ও 'চেতনা'র কেন্দ্রবিন্দু। এটি দিব্যদৃষ্টি ও উচ্চ চেতনার দ্বার উন্মোচন করে। কবি সেই তৃতীয় নয়নের উন্মোচন ঘটাতে চেয়েছেন। মিলতে চেয়েছেন অনন্ত শূন্যে। নারীতন্ত্র ধ্বংস হওয়ার আগে পৌঁছে যেতে চেয়েছেন সৃষ্টি রহস্যের নিরাকার আখাড়ামঞ্চে। নারীকবি উপলব্ধি করেছেন এই জীবনের প্রকৃত প্রেক্ষণবিন্দুকে, উপলব্ধি করেছেন শূণ্যতার হাঁ করা আগ্রাসনকে। কিন্তু নিমজ্জন নয়, শেষ অবধি কবি উন্নীত হয়েছেন চরম জীবনসত্যে। তাই বলেন পাওয়ার কথা, অধিকারের কথা, লাভ করবার অনভিপ্রেত অভিপ্রায়ের কথা। শেষে বলেন— "আমি তবু তোমাকেই এক-আধবার পাব ভেবে/ এত সহ্য করি!"[১৮] এখানেই কবির কবিত্বে নিমজ্জন। 'ব্যক্তিমানুষের দার্শনিকতা' 'আক্ষরিক' হয়ে উঠলেই তো তিনি 'কবি' হয়ে ওঠেন। আধুনিক বাংলা কবিতায় নারীর কলম বারবার এই জীবনসত্যের চরম রূপায়ণকে আমাদের সামনে এনেছেন। কবি রাকা দাশগুপ্তের কবিতায় 'জীবনসত্যে' উপনীত হওয়ার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। কবিতায় দেখি—

"প্রকাশ্যে জানাব কেন, কার উপাসনা আমি করি?
হ্যাঁ, আমারও দেবমূর্তি আছে বটে, সযত্নরক্ষিত
পুষ্পে-পত্রে-দুগ্ধে তাঁরই সেবা করি, রক্তপয়স্বিনী।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রশস্ত ললাট তাঁর ঘাম দেয়, আলো দেয় খুব।"[১৯]

কবিতার নাম 'ইনকুইজিশন থেকে ২'। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'জেনেসিসের সাত দিন' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। সেবারত 'কবি-আমি' যেন সন্ধান পেয়েছেন তাঁর অভিপ্রেত আশ্চর্য মানবের। যা কবি লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন কবিত্বের চিরকালীন সম্মোহনী সত্তার মাঝে। আবার সাম্প্রতিক সময়ের কবি সীমন্তিনী সাহার কবিতায় দেখা যায় অনন্ত যাত্রাপথের উদ্ভাসকে। যেখানে কবি বেরিয়ে আসতে চান সংশয়াবৃত্ত প্রজন্ম-বিশ্ব থেকে। পৌঁছতে চান বারংবার নিরাপদ অধিষ্ঠানে। বাংলা কবিতায় নারীর কলমে অনেক আগেই ইউটোপিয় বিশ্বনির্মাণের ধারণা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আধুনিক কবির কলম পথ চায়, মার্গ চায়। কারণ জানেন, বাস্তবের এই ভূমি ডিসটোপিয় পরিবেশ অধ্যুষিত। কবি লিখলেন—

"রাত পোহালে হেমন্তিকা পৌষের গুমর ভেঙে
প্রদর্শন করেছে পর্ণমোচীর আলুলায়িত দেহ সৌষ্ঠব
নবীন ফাগুন আগুন হাতে নিশীথ রাতে
আঁধার পথে মধ্যরাতে কালো কাপড়ে মশাল ধরে

আমি হাঁটছি...
তুমিও হেঁটো..."[২০]
(ঋতুরঙ্গ/ 'নির্ভয়ার অভিসার')

কবিতার নাম 'ঋতুরঙ্গ'। কবির এই হেঁটে যাওয়া একদিনের নয়। বহুদিনের বহু অতিক্রমের কথা জানান দেয়। ভরা পৌষের শীতঘুমের মান্দাসকে ভেঙে কবি চিরহরিৎ হয়ে উঠতে চান। পর্ণমোচী যেন কবিতায় হয়ে ওঠে ক্ষণের প্রতিমূর্তি। যা পাল্টে যায় নারীর প্রতিটা পদক্ষেপে। কবি এই পাল্টে ফেলার আখ্যানকেই জয় করলেন, লিখলেন ফাল্গুনের কথা, লিখলেন নতুন লড়াইয়ে সেজে ওঠার কথা। লিখলেন এ জীবন ঋতুচক্রের মতো ধারাপথ বিবর্তনে সিদ্ধহস্ত। জানান দিলেন পিতৃতন্ত্রের ক্ষয়ের অনিবার্যতা, ঠিক যেমন শীতক্ষয় হয়ে বসন্তের আগমন। দরকার শুধু হাঁটা, বিশ্বাসে ভর করে হাঁটা।

Reference:

১. দাশগুপ্ত, রাহুল, 'বাংলার নারীর কবিতায় বিকল্প বিশ্বনির্মাণ', মেয়েদের কথাকল্প, সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদিত), অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১০, পৃ. ১৩৩
২. দেবী, রাজলক্ষ্মী, 'এ-বয়সে ভালোবাসা', অনবদমনের কবিতা : বাংলা কবিতায় নারীর স্বর ও শরীরী কথন, যশোধরা রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), ধানসিড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৪৯
৩. সিংহ, কবিতা, কবিতা সিংহের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৮৮
৪. বসু, কৃষ্ণা, কবিতা সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৬, পৃ. ২৩৯
৫. দাশগুপ্ত, রাহুল, 'বাংলার নারীর কবিতায় বিকল্প বিশ্বনির্মাণ', মেয়েদের কথাকল্প, সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদিত), অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১০, পৃ. ১৩৫
৬. বাগচী, প্রবুদ্ধ, 'মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায়', মেয়েদের কথাকল্প, সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০১০, পৃ. ২৭
৭. বসু, কৃষ্ণা, কবিতা সমগ্র (চতুর্থ খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০২২, পৃ. ১৯০
৮. গঙ্গোপাধ্যায়, মুনমুন, 'কৃষ্ণা বসু ও মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা : নারীভাবনার আলোকে', সমাজ ও সাহিত্যে নারী: অবস্থান ও নির্মাণ, বেলা দাস (সম্পাদিত), একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৩, পৃ. ৭৯
৯. বাগচী, প্রবুদ্ধ, 'মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায়', সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদিত), মেয়েদের কথাকল্প, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০১০, পৃ. ২৬

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১০. রায়চৌধুরী, কাবেরী, 'স্পর্ধিতা', অনবদমনের কবিতা : বাংলা কবিতায় নারীর স্বর ও শরীরী কথন, যশোধরা রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), ধানসিড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ১৪৭
১১. চট্টোপাধ্যায়, গীতা, কবিতাসংগ্রহ, আদম, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৬২
১২. ঘোষ, সেবন্তী, 'খেলা', অনবদমনের কবিতা : বাংলা কবিতায় নারীর স্বর ও শরীরী কথন, যশোধরা রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), ধানসিড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৩, পৃ.১০৮
১৩. তদেব
১৪. চক্রবর্তী, শ্বেতা, 'অপ্রেম', অনবদমনের কবিতা : বাংলা কবিতায় নারীর স্বর ও শরীরী কথন, যশোধরা রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), ধানসিড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ১১৩
১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, পাপড়ি, 'জাদুদেবতার জন্য', অনবদমনের কবিতা : বাংলা কবিতায় নারীর স্বর ও শরীরী কথন, যশোধরা রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), ধানসিড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ১১৫
১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, পাপড়ি, 'শিবরাত্রি', অনবদমনের কবিতা : বাংলা কবিতায় নারীর স্বর ও শরীরী কথন, যশোধরা রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), ধানসিড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ১১৬
১৭. রায়চৌধুরী, যশোধরা, 'রসালাপ', অনবদমনের কবিতা : বাংলা কবিতায় নারীর স্বর ও শরীরী কথন, যশোধরা রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), ধানসিড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ১৫৩
১৮. তদেব
১৯. তদেব, পৃ. ১৬৫
২০. সাহা, সীমন্তিনী, নির্ভয়ার অভিসার, ঋক্ষ প্রকাশনী, পূর্ব বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, পৃ. ৭